তারিখ ১১ APR 2003

দৈনিক জনকণ্ঠ

শিক্ষা সচিবের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে সরকারী কলেজের শিক্ষকরা একাট্টা, ২৭ এপ্রিল সমাবেশ

স্টাফ রিপোর্টার ॥ শিক্ষা সচিবের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে একাট্টা হয়ে আন্দোলনে নেমেছেন সরকারী কলেজসমূহের বিক্ষুব্ধ শিক্ষকরা। প্রাথমিকভাবে আগামী ২৭ এপ্রিল বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির সদস্যরা শিক্ষা ভবনের সামনে সমাবেশে মিলিত হবেন। এই সময়ের মধ্যে দাবি মেনে নেয়া না হলে আরও কঠোর কর্মসূচী দেয়া হবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষক নেতৃবৃন্দ। তাঁরা মনে করছেন, সাম্প্রতিক সময়ে পরিকল্পিতভাবে শিক্ষা অধিদফতরকে ক্ষমতাহীন করে দিয়ে শিক্ষকদের বদলি, পদোন্নতিসহ সবধরনের কাজের ক্ষমতা মন্ত্রণালয়ে কুক্ষিগত করা হয়েছে। সেই সঙ্গে শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাদের সুযোগ সঙ্কোচন ও মর্যাদা বিনষ্টের ষড়যন্ত্রের অংশ হিসাবে নজিরবিহীনভাবে প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের এনে বসানো হচ্ছে শিক্ষা প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে। এ পরিস্থিতিতে শুক্রবার বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির এক সভায় আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

সভায় অবিলম্বে ৪১ উপসচিবসহ প্রশাসন ক্যাডারের ১৪০ কর্মকর্তাকে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট অফিস হতে প্রত্যাহারের দাবি

(৭-পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

শিক্ষা সচিবের

(৮-এর পাতার পর)

পুনর্ব্যক্ত করে বলা হয়েছে, অন্যথায় ২৫১টি সরকারী কলেজ, ১০টি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ৩টি সরকারী আলীয়া মাদ্রাসা ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট অফিসসমূহে কর্মরত শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তারা ২৭ এপ্রিল শিক্ষা ভবনের সামনে সমাবেশে মিলিত হবেন। সমিতির সভাপতি অধ্যাপক মোঃ কফিলউদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন সমিতির মহাসচিব আইকে সেলিম উল্লাহ খোন্দকার, নাসরিন বেগম, মাসুমে রব্বানী খান, মোঃ খালেকুজ্জামান, এসএম শফিকুল ইসলাম, ফাহিমা খাতুন, ইফতেখার আহমেদ, মোল্লা জালাল উদ্দিন, মাহবুব আলম, আতিয়ার রহমান, আব্দুল লতিফ, মোঃ শহিদুল্লাহসহ মোট ৪১ শিক্ষক-কর্মকর্তা। বাংলাদেশ পলিটেকনিক শিক্ষক পরিষদের সভাপতি আব্দুর রব খানের নেতৃত্বে ৭ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল সভায় উপস্থিত হয়ে শিক্ষক আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেন।

এ ব্যাপারে শুক্রবার রাতে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে যে, সম্প্রতি শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাদের অপসারণ করে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পদে প্রশাসন ক্যাডারের উপসচিবদের পদায়ন করা হয়েছে। অথচ শত শত বছর ধরে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অফিসে মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞ শিক্ষকরা দায়িত্ব পালন করে আসছেন। পৃথিবীর সকল সভ্য দেশেও এ ব্যবস্থাই বিদ্যমান। কিন্তু এখন পদের অতিরিক্ত পদোন্নতিপ্রাপ্ত উপসচিবদের সুযোগ করে দেয়ার জন্য শিক্ষা ক্যাডারকে কলোনি হিসাবে বেছে নেয়া হয়েছে। এর ফলে শিক্ষকদের পদোন্নতিসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সঙ্কুচিত হবে। অথচ শিক্ষা ক্যাডারে পদোন্নতির সুযোগ খুবই কম। শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাদের দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা ও মেধা হবে উপেক্ষিত। মেধাবীরা শিক্ষা পেশায় আসতে উৎসাহিত হবেন না। এভাবে শিক্ষা পেশা ক্রমান্বয়ে মেধাহীন হয়ে পড়বে। আর সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থায় পড়বে এর সুদূরপ্রসারী বিরূপ প্রভাব। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমীর (নায়েম) পরিচালক, টেক্সটবুক বোর্ডের সচিব ও সদস্য, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদফতরের যুগ্মপরিচালক ইত্যাদি পদে শিক্ষা ক্যাডারের সিনিয়র কর্মকর্তাগণ তাঁদের চাকরি জীবনের শেষ প্রান্তে এসে পদায়ন পান, যাঁদের বেতন স্কেল ১১ হাজার ৭ শ' টাকা। কিন্তু এখন এসব পদে সাড়ে ৯ হাজার টাকা স্কেলের বেতনপ্রাপ্ত উপসচিবদের পোস্টিং দেয়ার মধ্য দিয়ে একদিকে শিক্ষা কর্মকর্তাদের চরম বঞ্চিত এবং অন্যদিকে তাঁদের চূড়ান্ত অবমাননা ও মর্যাদা বিনষ্টের ষড়যন্ত্রই করা হচ্ছে।

সমিতির সভায় বক্তারা বলেন, শিক্ষকদের ন্যায্য দাবি-অর্জিত ছুটি, আড়াই বছর ধরে বন্ধ থাকা প্রভাষকদের সিলেকশন গ্রেড, শিক্ষা মন্ত্রণালয় অনুমোদিত ৫ হাজার পদ সৃষ্টি, ৩ হাজার অস্থায়ী পদ স্থায়ীকরণের মাধ্যমে বেতন প্রাপ্তিতে শিক্ষকদের ভোগান্তি দূরীকরণ, আঞ্চলিক শিক্ষা কর্তৃপক্ষ বাতিল, শিক্ষকদের আবাসন, ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্সে শিক্ষকদের ন্যায্য অবস্থা নির্ধারণ ইত্যাদিকে পাশ কাটিয়ে শিক্ষকদের সরকারের মুখোমুখি দাঁড় করানোর চক্রান্ত চলছে।

তাঁরা বলেন, মাউশি ও নায়েমের মহাপরিচালক পদসহ শিক্ষা ক্যাডারের বিভিন্ন শীর্ষস্থানীয় পদ দীর্ঘ দিন শূন্য রাখায় শিক্ষা ক্যাডারে প্রশাসনিক শূন্যতা বিরাজ করছে। অধিদফতরগুলোকে ক্ষমতাহীন করে দিয়ে বদলি, পদোন্নতিসহ সব ধরনের কার্যক্রমের ক্ষমতা মন্ত্রণালয়ে কুক্ষিগত করা হয়েছে। বেড়েছে শিক্ষকদের হয়রানি।